যুগান্তর

তারিখ ... 6 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

চট্টগ্রাম সিটি কলেজে 'ভর্তি বাণিজ্য' শুরু

ছাত্রনেতাদের এক মৌসুমের আয় ২০ লাখ টাকা

হাসান ফেরদৌস, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে আবার শুরু হয়েছে ভর্তি বাণিজ্য। ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত এই কলেজে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি

চট্টগ্রাম : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

চট্টগ্রাম : ভর্তি বাণিজ্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হতে আসা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। চাঁদাবাজির এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংসদের নেতারা মঙ্গলবার কলেজ অধ্যক্ষের রুমে তালা মেরে দেয় এবং তার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রতিবছর ভর্তি মৌসুমে ছাত্র সংসদ ও কলেজ নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্রনেতারা (!) ভর্তি বাণিজ্যের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে ছাত্র সংসদ নেতারা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তুলেছেন চাঁদাবাজির অভিযোগ।

চট্টগ্রাম মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে দিবা ও নৈশ বিভাগে প্রায় ১৩ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। প্রতিবছর উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। চলতি শিক্ষা মৌসুমে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর কলেজটির নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ নেতারা চাঁদাবাজিতে নেমে পড়ে। কলেজের নির্ধারিত ফি'র বাইরে জোর করে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ১০০ টাকা হারে আদায় করা হয়। অধ্যক্ষের রুমের পাশে ক্যাশিয়ার রুমে বসে মঙ্গলবার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়কালে অধ্যক্ষ বাধা দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সংসদ নেতা কলেজের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত কলেজটিতে ১০টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এর মধ্যে ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১২৫টি, হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ৬০টি, অর্থনীতি বিভাগে ৭৫টি, বাংলা বিভাগে ৭৫টি, ইংরেজি বিভাগে ৭৫টি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণীবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে ৪০টি করে মোট ৬৭০টি আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এসব আসনের বিপরীতে পড়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার আবেদনপত্র বিক্রি হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা এ বছর প্রতিটি ফরম বিক্রি করে দেড়শ' টাকা করে। এর মধ্যে ১০০ টাকা হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ফি এবং বাকি ৫০ টাকা হচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফি। এই ফি'র বাইরে কলেজটির নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্র সংসদ ও ছাত্রলীগ নেতারা আরও ১০০ থেকে দেড়শ' টাকা করে ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। এভাবে ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ ছাত্রনেতারা আদায় করে নেয় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা। এর বাইরে ভর্তি ফি বাবদ কলেজ কর্তৃপক্ষ এক হাজার দু'শ টাকা করে নেয়ার কথা জানালেও সেখানেও ছাত্র সংসদ নেতাদের টাকা দিতে হয়। এমনকি এক একটি বালি আসন ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বেচাকেনা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানালেও নাম না প্রকাশ করার শর্তে দায়িত্বশীল শিক্ষকরা এ ঘটনাকে ভয়াবহ অনাচার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

উল্লেখ্য, আশির দশকের মাঝামাঝি নগরীর স্বনামধন্য বিভিন্ন কলেজ ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল দখল করে নেয়। এর মধ্যে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত সরকারি সিটি কলেজে ভর্তি মৌসুম এলে ভর্তি বাণিজ্য শুরু হয় এবং নেতারা (!) রাতারাতি লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। কলেজটির আশপাশ এলাকাও নগরীর অন্যতম ক্রাইম স্পট বলে পুলিশ স্বীকার করেছে। তবে ছাত্রলীগের একক দখলদারিত্বের কারণে তারা এককভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে-ভর্তি বাণিজ্য চালিয়ে আসছে।

ছাত্র সংসদের বক্তব্য

সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি বদিউল আলম রাসেল সংসদের নামে টাকা নেয়ার কথা অস্বীকার করলেও তবারুক স্মৃতি পাঠাগারের নামে ছাত্রদের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে আদায় করার কথা স্বীকার করেছেন। তবে ছাত্রদের বৃত্তি দেয়ার জন্য এ টাকা নেন বলে জানান। কলেজ অধ্যক্ষের টেলিফোন লাইন কেটে দেয়ার কথা অস্বীকার করলেও তিনি অবশ্য বলেছেন, টেলিফোন লাইনটি ওইদিন (মঙ্গলবার) নষ্ট হয়ে যায়। তিনি কলেজের জায়গায় জেনারেটর ব্যবসার বিষয়ে বলেছেন, বাইরের ব্যবসায়ীরা এর সঙ্গে জড়িত। তারা এ বিষয়ে কিছু জানে না। তিনি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সেমিনার ফি'র নামে ছাত্রদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা করে চাঁদা আদায়ের পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করেন।